গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.০৫৫.১৪-১০৬২ তারিখঃ ২৫/০৯/২০২২খ্রিঃ।

বিষয় ঃ শারদীয় দুর্গাপুজা-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পূজা মন্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, করোনা প্রতিরোধে করণীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সরাসরি উপস্থিত এবং জুম সভার কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪.০০.০০০.০৭৯.১০.০০২.২০১৩-৩৮৩ তারিখঃ ১৫.০৯.২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয় দুর্গাপুজা-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পূজা মন্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, করোনা প্রতিরোধে করণীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সরাসরি উপস্থিত এবং জুম সভা উপলক্ষ্যে জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ে গত ১১/০৮/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৬(ছয়) ফর্দ।

২৫/৯/২২
(ফারজানা মান্নান)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৭২

মেয়র/প্রশাসক (সকল)
.... পৌরসভা
জেলাঃ...................... ।

অনুলিপি ঃ-

১। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২। একান্ত সচিব, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সেল, স্থানীয় সরকার বিভাগ(ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।
৪। অফিস কপি।

সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব	১) প্রশাসন
২) মহাপরিচালক	২) নগর উন্নয়ন
৩) যুগ্মসচিব	৩) উন্নয়ন
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)	৪) পানি সরবরাহ (পাস)
	৫) উপজেলা অধিশাখা
	৬) ইউপি অধিশাখা
	৭) অডিট অধিশাখা
	৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নং ও তারিখঃ	স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
রাজনৈতিক অধিশাখা-৬

শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পূজা মণ্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, করোনা প্রতিরোধে করণীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সরাসরি উপস্থিত এবং Zoom সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	১১ আগস্ট, ২০২২ সকাল ১১:৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভায় উপস্থিত এবং Zoom-এ সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবি	ঃ	পরিশিষ্ট-'ক'

উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয় ও কাউন্সিল/জেপ
যুগ্মসচিব(প্রশাসন)

সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং Zoom এ সংযুক্ত সকল অংশগ্রহকারীকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি কর্মকর্তা, পূজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণকে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রতি বছর ন্যায় শারদীয় দুর্গাপূজার পূর্বে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদযাপন করার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পূজামন্ডপের নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপনের পাশাপাশি নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করতে হবে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব কম হলেও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি তাই পূজারী, ভক্তকূল এবং আগত দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্য বিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে পূজায় অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। অতঃপর তিনি জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি)-কে সভার এজেন্ডা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২। অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি), জননিরাপত্তা বিভাগ সভা কক্ষে উপস্থিত ও Zoom এ সংযুক্ত সকলকে শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, পূজামন্ডপ তৈরি থেকে শুরু করে পূজা উদযাপন পর্যন্ত নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আজকের এই সভা আহবান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি সভার এজেন্ডা উপস্থাপন করে উপস্থিত ও Zoom এ অংশগ্রহণকারীদের মতামত আহবান করেন।

৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ উপস্থিত ও Zoom এ সংযুক্ত সকলকে শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রত্যেক বছর পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে। তিনি পূজামন্ডপের সংখ্যা না বাড়ানোর বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ জানান। তাছাড়া উৎসবকে সামনে রেখে সোশ্যাল মিডিয়াতে যাতে কুৎসা রটাতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নতুন পূজামন্ডপ তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারের কাছে মতামত গ্রহণ করলে ভাল হয়।

৪। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ উপস্থিত ও Zoom এ সংযুক্ত সকলকে শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামন্ডপগুলোর নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে। দুর্গাপূজাকে ঘিরে মাদকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পূজা চলাকালীন যাতে মাদকের ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর গাড়ী যাতায়াতের সুবিধা আছে এমন জায়গাতে পূজামন্ডপ তৈরী করার জন্য অনুরোধ জানান।

৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন সিটি কর্পোশনের নিজস্ব তহবিল থেকে সিটির ভিতরের পূজামন্ডপগুলোকে সাহায্য করা হয়। তাছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে রাস্তা, ড্রেন এবং ডাস্টবিন মেরামত করা হবে। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যাতে জুয়া মাদকের ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান।

৬। মহাপরিচালক, বিজিবি বলেন, পূর্জা চলাকালীন সবসময় বিজিবি স্ট্যান্ডবাই থাকবে। এছাড়াও সীমান্তবর্তী প্রত্যেকটি পূজামন্ডপের বিজিবির টহলের ব্যবস্থা করবে।

৭। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ২০২১ সালে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে আনসার বাহিনীর টহল দল মোতায়েন করা হয়েছিল। তখন প্রতি টহল দল ৫/৬টি পূজামন্ডপ নিরাপত্তা প্রদান করেছিল। এবছরে অনুষ্ঠিতব্য ৩২১৬৮টি পূজামন্ডপে প্রায় ১,৯২০০০ আনসার সদস্য মোতায়েন করার প্রয়োজন হবে। প্রত্যেকটি বড় পূজামন্ডপে ০৮ জন ও মাঝারী পূজামন্ডপ ০৬ (ছয়) জন এবং ছোট পূজা মন্ডপে ০৪ (চার) জন করে আনসার সদস্য মোতায়েন করা যেতে পারে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ
নম্বর

৮। মহাপরিচালক, র‍্যাব পূজামন্ডপের সংখ্যা বেশি হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রদানও কঠিন হয়ে পড়ে। পূজামন্ডপের সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কোন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। পূজা কমিটি তাদের ব্যবস্থাপনায় ইতোপূর্বে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দিলেও তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করেনি। নিরাপত্তা কর্মীর স্বল্পতার সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা যেন সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৯। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর বছর শারদীয় দুর্গাপূজায় পূজামণ্ডপের সংখ্যা ছিল ৩১,১৩৭টি। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় মণ্ডপের সংখ্যা প্রায় ৩২,১৬৮টি। ২০২১ সালে মোবাইল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করেছিল। পূজামণ্ডপের নিরাপত্তার জন্য পূজা আয়োজনকারীদের পক্ষ হতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে দুস্কৃতকারীরা যাতে গুজব ছড়াতে না পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক এনটিএমসি-কে অনুরোধ জানান। তিনি আর্মড ব্যাচ পরিহিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করাসহ প্রত্যেকটি পূজামন্ডপে সিসি ক্যামেরা টিভি স্থাপনের অনুরোধ করেন।

১০। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড প্রতিনিধি বলেন, কোস্টগার্ড উপকূলীয় এলাকায় পূজামন্ডপের নিরাপত্তা প্রদান করাসহ প্রতিমা বিসর্জনের দিন দায়িত্ব পালন করবে।

১১। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, কোন কূটনৈতিক বা তাদের ব্যক্তিবর্গ পূজামন্ডপ পরিদর্শনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন তাহলে যথাসময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পূজা কমিটিকে অবহিত করা হবে।

১২। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি, জনাব নিম চন্দ্র ভৌমিক শারদীয় দুর্গাউৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা আয়োজনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে অনেক মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে বিধায় পূজামণ্ডপের সংখ্যা কমানো সম্ভব নয়। সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নিরাপত্তা প্রদানে তেমন কোন সমস্যা হবে না। কোন দুষ্কৃতকারী যাতে প্রতিমা ভাংচুরের মত অনাকাঙ্খিত কর্মকাণ্ড করতে না পারে, সেজন্য গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে কড়া নজরদারি অব্যাহত রাখাসহ সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি পূজামন্ডপে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দল সার্বক্ষণিক পাহারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি সবাইকে পূজা মন্ডপ পরিদর্শনের অনুরোধ করেন।

১৩। সভায় উপস্থিত মহাপরিচালক, এনএসআই; মহাপরিচালক, এনটিএমসি; অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, এসবি; প্রতিনিধি, ডিএমপি; প্রতিনিধি, ডিজিএফআই; প্রতিনিধি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ ও এনটিএমসি) এবং অনলাইনে সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; প্রতিনিধি, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ; উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ; প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ বিভাগ; জেলা প্রশাসক, ঢাকা; পুলিশ সুপার, ঢাকা এবং পূজা উদ্‌যাপন কমিটিসমূহের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।

১৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক	বিষয়	গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	পূর্জা মন্ডপ নির্মাণকালে নিরাপত্তা	(ক) পূজামণ্ডপসহ প্রতিমা নির্মাণ স্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। (গ) নিরাপত্তার স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল এমন জায়গায় পূজামণ্ডপ স্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ধর্ম মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক (সকল)/পুলিশ সুপার (সকল)/ সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি/
২.	পূজা মণ্ডপগুলোতে সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ	(ক) সারাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা চলাকালীন পূজামণ্ডপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ, সাদা পোশাকে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করতে হবে। (খ) সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত পূজামণ্ডপসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিজিবি কর্তৃক সতর্কতামূলক কার্যক্রম/ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে উপকূলীয় এলাকার পূজামন্ডপে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড নিরাপত্তা প্রদান করবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/বিজিবি/র‍্যাব/ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স/ আনসার ও ভিডিপি/এসবি/এনএসআই/ পুলিশ কমিশনার (সকল)/ সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি।

		(গ) বড় বড় পূজা মণ্ডপসমূহে র‍্যাব ও পুলিশের বিশেষ টহল এবং নজরদারি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) পূজামণ্ডপসমূহে সিসি ক্যামেরা, হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর ও আর্চওয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূজামণ্ডপে স্থাপিত সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজ রেকর্ড ও সংরক্ষণ করতে হবে। (ঙ) পূজামণ্ডপের সার্বক্ষণিক সার্বিক নিরাপত্তার জন্য বড় পূজামন্ডপে ৮(আট) জন ও মাঝারী ০৬ (ছয়) জন এবং ছোট মন্ডপে ০৪ (চার) জন করে আনসার মোতায়েন করতে হবে। পূজামণ্ডপের নিকটবর্তী স্থানে আনসার সদস্য/নিরাপত্তা-কর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। (চ) পূজা বিসর্জন এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়কে পর্যাপ্ত সড়ক বাতি এর ব্যবস্থা করতে হবে।	
৩.	দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতকারীদের অশুভ তৎপরতা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ	(ক) শারদীয় দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতকারীদের অশুভ তৎপরতার রোধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) কোন দুষ্কৃতকারী পূজামণ্ডপ এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট সোপর্দ করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/বিজিবি/ আনসার ও ভিডিপি/ র‍্যাব/এসবি/এনএসআই /বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল)/ পুলিশ সুপার সকল)
৪.	দুর্ঘটনারোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ	(ক) পূজামণ্ডপে অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য যে কোন দুর্ঘটনারোধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল/নৌ-পুলিশ/ কোস্টগার্ড এর ডুবুরী দলকে প্রস্তুত রাখতে হবে। (গ) সূর্যাস্তের পূর্বে পূজা বিসর্জন কার্যক্রম শেষ করতে হবে। (ঘ) পূজামণ্ডপ কর্তৃপক্ষকে প্রত্যেক পূজামণ্ডপে স্থানীয় প্রশাসন, থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফায়ার সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর/মোবাইল নম্বর দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। (ঙ) যে কোন জরুরী প্রয়োজনে ৯৯৯ নম্বরে পুলিশকে অবহিত করতে হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/নৌ পুলিশ/ সংশ্লিষ্ট পূজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ
৫.	পূজামণ্ডপে আগত শিশু ও নারী দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ	(ক) স্থানীয় বখাটে কর্তৃক পূজামণ্ডপে আগত নারী ও শিশুদের উত্যক্ত করা, ইভটিজিং, মাদক সেবন ইত্যাদি রোধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতিটি পূজামণ্ডপে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক প্রবেশ ও নির্গমন পথ রাখতে হবে। (গ) পূজা মণ্ডপের আশে-পাশে ও প্রতিমা বিসর্জনের স্থানসমূহে কোথাও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূজামণ্ডপ কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/পুলিশ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ডিআইজি, (সকল) রেঞ্জ/ মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল)/সিটি কর্পোরেশন (সকল)/পৌরসভা (সকল)/ পুলিশ সুপার (সকল) /সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি
৬.	বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা	(ক) শারদীয় দুর্গাউৎসব চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশে বিশেষ করে পূজামণ্ডপ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডিপিডিসি, ডেসকো ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (খুলনা), অন্যান্য বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ/ পুলিশ কমিশনার (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল) /সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

		(খ) বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পূজা উদযাপন কমিটি পূজামণ্ডপে জেনারেটর/হ্যাজাক/হ্যারিকেন এর ব্যবস্থা রাখবে। (গ) বিদ্যুতের ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ থেকে বা অন্য কোন কারণে যেন কোন প্রকার অগ্নিকাণ্ড কিংবা দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের-কে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৭.	স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিতকরণ	সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটিসমূহ কর্তৃক পূজা-মণ্ডপের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিডিপি ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আবশ্যিকভাবে আর্ম-ব্যান্ড পরিধান ও পরিচিতি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারী দর্শনার্থীদের দেহ তল্লাশির জন্য নারী সেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/পুলিশ কমিশনার (সকল)/জেলা প্রশাসক (সকল)/ সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি।
৮.	যানজট নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ	(ক) দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিশেষ করে পুরান ঢাকা, নবাবপুর রাস্তাসহ সারাদেশের পূজামণ্ডপ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করতে হবে। (খ) পূজামণ্ডপের আশেপাশে রাস্তার উপরে অবৈধ দোকান-পাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাস্তার উপরে অবৈধভাবে কেউ যাতে গাড়ি পার্ক করে রাখতে না পারে সে লক্ষ্যে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (গ) পূজা উপলক্ষে মেলা কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজনে নিরুৎসাহিত করতে হবে। পূজা চলাকালীন আশেপাশে মাদক, হাউজি কিংবা জুয়ার আসর যাতে বসতে না পারে এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ কমিশনার (সকল)/মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক (সকল) পুলিশ সুপার (সকল)/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটি
৯.	রাস্তাঘাট সংস্কার/মেরামত করণ	পূজামণ্ডপের আশেপাশের ডাস্টবিন, রাস্তা, ড্রেন, নালা, পুকুর এবং প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ব্যবহৃত সড়ক বিশেষ করে পুরান ঢাকার ওয়াইজঘাট, নবাবপুর, রামকৃষ্ণ মন্দির ও জয়কালী মন্দিরে যাতায়াতের রাস্তায় প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিসর্জন কালে সংশ্লিষ্ট সড়ক ও ঘাটের পার্শ্ববর্তী এলাকার দোকান-পাট বন্ধ রাখতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ পুলিশ অধিদপ্তর/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/সিটি কর্পোরেশন (সকল)/পৌরসভা (সকল)
১০.	নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন	(ক) পুলিশ সদর দপ্তর, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে একটি করে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করতে হবে। এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে। (খ) স্থানীয়ভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সংবাদ পাওয়া মাত্র নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ অবহিত করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ কমিশনার (সকল)/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স/জেলা প্রশাসক (সকল)/পুলিশ সুপার (সকল)
১১.	আযান ও নামাজের সময় বাদ্যযন্ত্র ও মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখা	আযান ও নামাজের সময়ে মসজিদ পার্শ্ববর্তী পূজামণ্ডপগুলোতে পূজা চলাকালে এবং বিসর্জনকালে শব্দ যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত রাখা ও উচ্চস্বরে শব্দযন্ত্র ব্যবহার না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/সকল পূজা উদযাপন কমিটি

১২.	বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এ যথাযথভাবে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণে করণীয়।	(ক) যে সকল মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হবে সে সকল মন্দিরের প্রবেশ পথে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে প্রবেশ পথে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) পুরোহিত/ঠাকুরগণ এবং উপস্থিত পূজারিগণকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে। (গ) ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির, ঢাকেশ্বরী মন্দির, জয়কালী মন্দির, রমনা কালী মন্দিরসহ বড় বড় মন্দিরে যেখানে অন্যান্য বছরগুলোতে বিপুল জনসমাগম হতো সে সকল মন্দিরে জনসমাগম সীমিত রাখা যেতে পারে এবং জীবানুণাশক অটো-স্প্রে মেশিন বসাতে হবে।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ইসলামিক ফাউন্ডেশন/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন (সকল)/ জেলা প্রশাসক (সকল)
১৩.	বিবিধ	যদি কোন কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বা তাদের পরিবার পূজামন্ডপ পরিদর্শনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন সেক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাসময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পূজা কমিটিকে অবহিত করবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ পুলিশ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট (সকল)

১৫। পরিশেষে, সভাপতি সকলকে তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ ১৪-০৯-২০২২খ্রি.
(আসাদুজ্জামান খান এমপি)
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.১০.০০২.২০১৩-৩৮৩ তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪২৯ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনা সদর, ঢাকা।
৪। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, এনএসআই/ডিজিএফআই/বাংলাদেশ কোস্টগার্ড/বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা ।
৬। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, এসবি, মালিবাগ, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় কমিশনার, ---সকল।
৯। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
১০। পুলিশ কমিশনার, ---সকল।
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ---সকল।
১২। উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক, ---সকল রেঞ্জ।
১৩। জেলা প্রশাসক, ---সকল।
১৪। পুলিশ সুপার, ---সকল।
১৫। পৌরসভা,---সকল।

বিতরণঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/অন্যান্য সংস্থাসমূহ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যালয় "পল্টন টাওয়ার" স্যুট নং-৩০৫, ৪র্থ তলা, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।
২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
৩। সভাপতি, রমনা কালী মন্দির পূজা উদ্‌যাপন কমিটি, রমনা, ঢাকা।
৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটি, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
৫। ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
৬। সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
৭। ---।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৫.০৯.২০২২

(এফ এম তৌহিদুল আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২-২২৩৩৫৬৩৩৮
pol6@mhapsd.gov.bd
political6.mha@gmail.com